DECLARATION

I, Mohsina Kabir Barbhuiya, bearing Registration No. Ph.D./ 2288/2013 dated 09-09-2013, hereby declare that the subject matter of the thesis entitled 'বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে মানবিক সম্পর্কের বিন্যাস : একটি বিশ্লেষণী পাঠ' (Human Relationship in Buddhadeb Basu's Short Stories : An Analytical Study) is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any University/ Institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali

Place : Silchar

Date :

(MOHSINA KABIR BARBHUIYA)

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	**ভূমিকা**	:	১-৫
২।	**প্রথম অধ্যায়** বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে প্রেমের জটিলতাময় বৈচিত্র্য	:	৬-৫৪
৩।	**দ্বিতীয় অধ্যায়** বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন	:	৫৫-৮১
৪।	**তৃতীয় অধ্যায়** বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা	:	৮২-১২৩
৫।	**চতুর্থ অধ্যায়** বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে শিশু ও কিশোর মনস্তত্ত্বের বিন্যাস	:	১২৪-১৬৩
৬।	**পঞ্চম অধ্যায়** বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে নিসর্গের মানবিক পরিপ্রেক্ষিত	:	১৬৪-১৯০
৭।	**উপসংহার**	:	১৯১-১৯৮
৮।	**গ্রন্থপঞ্জি**	:	১৯৯-২০২

প্রাককথন

আমার গবেষণাপত্রের প্রাককথন লিখতে বসে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের যাত্রাপথের নানা স্মৃতি ভেসে আসছে স্মৃতির দর্পণে, এবং যাদের স্নেহ-মমতা, প্রেরণা ও সাহায্য সহায়তায় আজকে আমি আমার এই গবেষণা সন্দর্ভটি শেষ করতে পেরেছি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম শেষ করে গবেষণা শেষে গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার ভাগ্য খুব কম সংখ্যক ছাত্রীর ভাগ্যে জোটে। সেদিক থেকে আমি ভাগ্যবান।

শৈশব থেকেই গল্প শুনার এবং গল্প বলার একটা ঝোঁক ছিল মনে। কখনো ভাবিনি গল্প নিয়ে গবেষণা করবো, এই ভাবনাটা মনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল পরবর্তী কালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পড়াকালীন। স্নাতক স্তরে বাংলা সাহিত্য পড়তে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর চিন্তা ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হই, মনে মনে ভাবনা গড়ে উঠে যে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যের কোন একটা দিক নিয়ে কাজ করব পরবর্তীকালে আমার গবেষণার দীর্ঘ পথ হিসেবে বেছে নেই বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্পকে।

আমার অস্তিত্ব সত্তার ধারক ও বাহক আমার বাবা ও মা। আমার মা কুলসুম বেগম কলা বিভাগে স্নাতক, আমার প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর তত্ত্বাবধানেই। আমার বাবা মকব্বীর আলী বড়ভূইয়া সরকারি স্কুলের ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষক। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আবেগ ও অনুরাগই আমাকে বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়তে ও ভাবতে উৎসাহী করেছে। বাবা এত রবীন্দ্র অনুরাগী যে কাবুলীওয়ালার 'মিনি'র মধ্যে তাঁর একমাত্র মেয়েকে দেখতেন তাই আমার ছদ্মনাম রেখেছিলেন 'মিনি'। নিজে ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষক হয়েও আমরা তিন ভাই-বোনকে ভর্তি করেছিলেন শিলচর কালীবাড়ি চরের পাশ্ববর্তী হাজী কেরামত উল্লা পাঠশালায়, যেখানে পড়তে আসে অভিজাত পরিবারের সন্তানদের পাশাপাশি চর এলাকার সন্তানরাও। বাবা বলেন একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে শৈশবেই ফলে ঐ সকল স্কুলে না পড়লে সমাজকে চেনা যায় না এবং সমাজের নিচু স্তরে বাস করা মানুষের ব্যথা বেদনা অনুভব করার অনুভূতি গড়ে উঠে না। মা-বাবার সাথে আমার দুই দাদা এবং দুই বৌদিকেও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

পাঠশালার গণ্ডি পেরিয়ে শিলচর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় হয়ে এলাম শিলচর গুরুচরণ কলেজে স্নাতক পাঠ্যক্রম পড়তে। নজরে পড়লাম বাবার এক অনুরাগী অনুজ অধ্যাপক ড. বিশ্বতোষ চৌধুরীর তিনি সোজা বললেন 'তুই মকব্বীর দার মেয়ে তাই আমারও মেয়ে'। কথায় কথায় স্যারের মা বলে সম্মোধন এককথায় অনবদ্য। প্রধানতঃ তাঁর তত্ত্বাবধানেই আমার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দুই পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ হলো। স্যারের এই

ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারবো না যতদিন বাচবো এই ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াবো। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার প্রেরণা ও সাহায্য সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণা পর্বের শুরুতেই আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. সুমন গুণ মহাশয়ের ছায়াতলে এসে আমার সমস্ত ভয় ভীতি কেটে উঠেছিলো। স্যার আমার গষেণার প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের পদ্ধতি না দেখালে আমি এই কাজ কোন দিনই শেষ করতে পারতাম না। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করবো না। আমার এই গবেষণার কাজে টেলিফোনে বহুবার উৎসাহ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন বুদ্ধদেব বসুর কন্যা শ্রীমতী দময়ন্তী বুস সিং তাঁর কাছেও আমি চিরঋণী। আমার গবেষণাপত্র শুরু থেকে শেষ অবধি মুদ্রন কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে সুমন দত্ত ও কোয়ালিটি গ্রাফিক্সের কর্ণধার এবং মুদ্রন কর্মীরা এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষাকর্মী সতীজীবনদা, শ্যামল দা, পিংকী দি ও সেন্ট্রেল লাইব্রেরীর কর্মীবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষের কাছেও আমি চিরঋণী।

পরিশেষে যাদের কাছে ঋণ স্বীকার না করলে আমার এই গবেষণার কাজ অপূর্ণ থেকে যাবে। তারা হলেন আমার শ্বশুর বাড়ির প্রতিটি সদস্য। মেয়েদের জীবনে উচ্চ শিক্ষায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা 'বিবাহ'। কিন্তু আমার জীবনে এই বিবাহ কখনো প্রতিবন্ধকতা হয়ে উঠেনি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর পরই আমি সংসার জীবনে প্রবেশ করি। এতদিন মা-বাবার পরিমাণের চেয়েও বেশি মায়া-মমতায় বেড়ে উঠেছি, এখন এসে পড়লাম সম্পূর্ণ অজানা একটি পরিবেশে। ভেবেছিলাম বোধহয় আর পড়াশুনা হবে না, একরকম মেনেও নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার বিবাহত্তোর পড়াশুনার প্রেরণার উৎস হলেন আমার প্রয়াত শ্বশুর জহুর উদ্দিন লস্কর। কর্ম জীবনে তিনি ডাক বিভাগের কর্মী ছিলেন। তাঁর মতো সৎ, শিক্ষানুরাগী ও মহৎ মানুষকে শ্বশুর হিসেবে পাওয়া খুব কম মেয়ের ভাগ্যে জোটে। আজ তিনি প্রয়াত, আমার গবেষণা কাজের শেষপ্রান্তে এসে তাঁর শূন্যতা প্রতিক্ষণে অনুভব করছি। আমার গবেষণা কাজ শুরু হওয়ার প্রাকমুহূর্তেই জন্ম হলো আমার কন্যা 'মালিহার'। গবেষণা কাজ প্রায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিল কিন্তু আমার শাশুড়ী মা, দুই ভাসুর, দুই জ্যা ও দুই ননাসের প্রেরণা ও আমার স্বামী বাহারুল ইসলাম লস্করের প্রতিটি মুহূর্তের উদ্যোগে ও সাহায্যে আমি এই বিশাল কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমার সহযোগী ছাত্রী বোনেরা যারা উচ্চশিক্ষা নেওয়ার স্বপ্ন দেখে তারা যেন আমার মত শ্বশুর বাড়ির বউ হয়।

মহসীনা কবির বড়ভূইয়া